কলেজ গ্রন্থাগার
বর্ষ—২, সংখ্যা—১, জুন—২০২৫, পৃ. ২৬-৩৬

পঠন অভ্যাস, গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকঃ মহাবিদ্যালয়ের পটভূমিতে একটি অভিজ্ঞতাবাদী আলোচনা এবং অনুসন্ধান

ঝুমা হরি

গ্রন্থাগারিক, নক্সালবাড়ি কলেজ, নকশালবাড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ
E-mail : jhumahari@gamil.com
ORCiD-https://orcid.org/0009-0009-4411-2032

সংক্ষিপ্তসার

পঠন এটি একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যা শব্দের স্বীকৃতি, বোধগম্যতা, সাবলীলতা এবং অনুপ্রেরণার সাথে জড়িত। পঠন সমাজের একটি আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ। পড়ার অভ্যাস শব্দটি দুটি শব্দের সংমিশ্রণ, যথা 'পড়া' এবং 'অভ্যাস'। পড়া হলো একজন ব্যক্তির একটি ক্রিয়া যে পড়ে এবং অভ্যাস হলো এই ক্রিয়া বা ধারাবাহিকভাবে কিছু চর্চা করে চলা বা শেখার ফসল। অনেক গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী মনে করেন যে পড়া হলো একটি ভালো অভ্যাস, কিন্তু বাস্তবে পড়া হলো মানবিক দক্ষতার মূল উপাদান। শব্দভাণ্ডার এবং ভাষা দক্ষতা উন্নত করার জন্য পড়া একটি গঠনমূলক পদ্ধতি (Constructive Method)। বই পড়ে মানুষ প্রবুদ্ধকরণের (Enlightenment) দিকে অগ্রসর হতে পারে। আমার বিশ্বাস, যে সমাজের মানুষজন যত বেশি বই পিপাসু সেই সমাজ তত বেশি উন্নত। অন্যদিকে, যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যায় এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকাও কিন্তু সদর্থক হওয়া উচিত যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা তার অনুপ্রেরণায় পড়ার অভ্যাসের উপযোগিতা অনুভব করতে পারেন। মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই কথাটি অনেক বেশি প্রযোজ্য, কারণ দেশের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতি যারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ তারা ডিগ্রী লাভের আশায় কলেজ-মুখো হয় এবং গ্রন্থাগারেও পদার্পণ করে। তাদের মানসিকতার বিকাশ, সুকুমার-বৃত্তিগুলো ফুটিয়ে তোলা, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে শেখা সবকিছুর জন্য প্রয়োজন গ্রন্থগত শিক্ষা এবং পড়ার অভ্যাস। কিভাবে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়, কেনইবা পড়ার অভ্যাস করা উচিত, কি কি কারণে সমাজের মানুষজন, বিশেষতঃ যুব সম্প্রদায়ের মানুষেরা পড়ার অভ্যাস

©WBCLA

হারিয়ে ফেলছে সব কিছুই গ্রন্থাগারিকের কাছে বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। এ সব কিছুই এক গভীর অনুসন্ধানের বিষয় যা এই গবেষণাপত্রে আলোচিত হয়েছে। গবেষণাপত্রটি গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে পড়ার অভ্যাসের দুর্বলতার কারণগুলি চিহ্নিত করেছে। এছাড়াও পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগার কি ভূমিকা পালন করতে পারে তা খুঁটিয়ে দেখবে। গভীর সাহিত্য পর্যালোচনা সহ নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই গবেষণাপত্রটি তৈরি করা হয়েছে। আশা করি এই গবেষণাপত্র মারফৎ তুলে ধরা কিছু সুপারিশ নিয়মতান্ত্রিক বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং সর্বোপরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে আমাদের মাথা নত করতে বাধ্য করবে না।

মুখ্য শব্দ : মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, কলেজ পড়ুয়া, গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, পঠন অভ্যাস, সামাজিক গণ-মাধ্যম

১) ভুমিকা

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রন্থাগার শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মহাবিদ্যালয়ের বা কলেজের গ্রন্থাগার আরও বেশি প্রয়োজনীয়, কারণ এই সময় থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার (Higher Education) আঙিনায় পদার্পণ করার ফলে এরা যে শুধু উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তাই নয়, তার সাথে সাথে এই সময় থেকেই শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য হয়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য, উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কখনই কারো পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয় এবং শিখবে কি করে যদি সে বই না পড়ে! সাধারণত, প্রচলিত প্রথা প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি করে গ্রন্থাগার রাখার কথা বলে এবং গ্রন্থাগার থাকলে গ্রন্থাগারিক তো অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, এদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, অন্য কথায় বলতে গেলে কেনই বা গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিককে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জুড়ে দেব! আমাদের এই আলোচনা মূলত মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গ্রন্থাগার (Library) এবং গ্রন্থাগারিকের (Librarian) ভূমিকা বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ। একজন গ্রন্থাগারিক হিসেবে আমি কলেজ পড়ুয়াদের পড়ার অভ্যাস, মানসিকতা, বইয়ের প্রতি তাদের আগ্রহ, লক্ষ্য অভিমুখী পড়াশুনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই আলোচনার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি। ক্রমশ লক্ষ্যণীয় যে, অত্যধিক যন্ত্র নির্ভরতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (Artificial Inteligence) প্রতি ভরসা রাখা, সামাজিক গণ-মাধ্যম (Social Media) সমূহে মাত্রাতিরিক্তভাবে ব্যস্ত থাকা ইত্যাদির পরিণামে অধিকাংশ কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে প্রথাগত বই পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। যুব সম্প্রদায় যদি এভাবেই আধুনিক প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার খপ্পরে পড়ে বই পড়ার অভ্যাস ছেড়ে দেয় তবে বাস্তব বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটবে কিভাবে?

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে সাধারাণভাবে পঠন সংক্রান্ত ধারণাটি জানার চেষ্টা করা হবে এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে পঠন অভ্যাসের দুর্বলতার কারণগুলি চিহ্নিত করা হবে। পঠন অভ্যাস বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ উপায় রয়েছে সেগুলির উপরও আলোকপাত করা এই প্রবন্ধের আরেক উদ্দেশ্য।

©WBCLA

বিশেষতঃ পড়ার কিছু উপকারিতা, পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে কলেজ লাইব্রেরির ভূমিকাও এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

২) সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির পর্যালোচনা

প্রবন্ধের মূল আলোচনায় যাবার আগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতনামা কিছু লেখকের লেখাকে উদ্ধৃত করে পড়ার অভ্যাস, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সংক্রান্ত কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা আপনাদের সামনে রাখা হল। এই আলোচনা থেকেই নিজস্ব অভিজ্ঞতাবাদী চর্চার বিস্তৃতি এবং সুপারিশ।

লোকেশপ্পা (২০২৪) তার গবেষণাপত্রে গ্রন্থাগারে উপলব্ধ বিভিন্ন তথ্যের উৎসের সংজ্ঞা দিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি পড়ার সাধারণ ধারণা, পড়ার অভ্যাস না হবার কারণগুলি চিহ্নিত করা, পড়ার অভ্যাসের প্রচারে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা তুলে ধরা এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে ভালো পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করেছেন। অন্যদিকে, **শর্মা এবং সিং** (২০০৫) এর মতে, পড়া মূলত একটি 'বৌদ্ধিক কার্যকলাপ' এবং পড়ার অভ্যাস মানুষের একটি আচরণ বটে। পড়ার অভ্যাসের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মতামত বিশ্লেষণ করার পর, এটা স্পষ্ট যে মানুষের জন্য নতুন তথ্য এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়া গুরুত্বপূর্ণ। তদের গবেষণা পত্রটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পড়ার অভ্যাসের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে রচিত হয়েছে। **জাওয়ালে** (২০২০) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঠন অভ্যাস গড়ে তোলার কিছু পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আজীবন পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করতে পারে এমন কিছু শিক্ষণ কৌশল উদ্ভাবন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি, যোগাযোগ দক্ষতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত করার মাধ্যমে কিভাবে সমাজে সফল অবদান রাখা যায় তাও আলোচনা করেছেন।

অগনু এবং অন্যান্যদের (২০২৩) রচিত গবেষণাপত্রের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা পরীক্ষা করা। গবেষণাপত্রে গ্রন্থাগারকে একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়েছে যার লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। গবেষণাটি গ্রন্থাগারকে শেখার পরিবেশ হিসেবে দেখেছে যা শিক্ষার্থীদের, শিক্ষকদের এবং সামাজিক শিক্ষাকে উৎসাহিত ও সমর্থন করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণাপত্রে পড়ার ধারণাটিও ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পড়া বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতা প্রসারিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। গবেষণাপত্রে পড়ার অভ্যাসকে পড়ার প্রতি আবেগ এবং উৎসাহ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা, শব্দভাণ্ডার, উচ্চারণ, গতি, জ্ঞান এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা উন্নত করার জন্য তার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ভালো পড়ার অভ্যাস আত্মশিক্ষাকে উৎসাহিত করে যা ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। গবেষণা পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রন্থাগারগুলির উচিত অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, গল্প বলা ইত্যাদি আয়োজন করা এবং শিক্ষার্থীদের পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া।

©WBCLA

৩) এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য

(ক) সাধারাণভাবে পড়ার ধারণাটি জানা;
(খ) গ্রন্থাগারে উপলব্ধ বিভিন্ন তথ্যের ধরণ জানা;
(গ) ব্যবহারকারীদের মধ্যে পড়ার অভ্যাসের দুর্বলতার কারণগুলি চিহ্নিত করা;
(ঘ) পড়ার কিছু সুবিধা এবং অভ্যাস তৈরি করার কিছু উপায়;
(ঙ) পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা জানা;

৪) গবেষণা পদ্ধতি

গভীর সাহিত্য পর্যালোচনা সহ নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই গবেষণাপত্রটি তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি অভিজ্ঞতামূলক চর্চা (Emperical Study) এবং পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানের এক প্রচেষ্টা। কলেজের গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করার সুবাদে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির (Participatory Observation Method) বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। আশা করি এই গবেষণাপত্র মারফৎ তুলে ধরা কিছু সুপারিশ নিয়মতান্ত্রিক বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হওয়া যাবে।

৫) পড়া, অভ্যাস এবং পঠন অভ্যাস

আমরা যদি এই শব্দগুলো বুঝবার চেষ্টা করি তাহলে বলতে হয় যে, পড়া এটি একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যা শব্দ স্বীকৃতি, বোধগম্যতা, সাবলীলতা এবং অনুপ্রেরণার সাথে জড়িত। পঠন বা reading কে সহজ ভাবে বললে দাড়ায় অর্থ বোঝানোর একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। পঠনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যোগাযোগের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে যার মাধ্যমে বেশিরভাগ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। এর মধ্যে লিখিত ভাষা বোঝা এবং লেখকের বার্তার প্রতি সাড়া দেওয়া জড়িত (সিবিল, ১৯৮৪)। অতএব, এর মানে হল যখন কেউ পড়ছে তখন তাকে চিন্তা করতে হবে, প্রশ্ন করতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে এবং সংজ্ঞায়িত এবং পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

ম্যাক্সওয়েল মাল্টজের "সাইকো-সাইবারনেটিক্স" নামে একটি বই থেকে জানা যায় যে, একটি নতুন অভ্যাস গঠনের জন্য একুশ দিন সময় লাগে (জরিস, ২০২৩)। ২১ দিনের নিয়ম একটি জনপ্রিয় ধারণা, এই ধারণাটি যুক্তি দেখিয়েছে যে আচরণগত পরিবর্তনের এই নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াটির জন্য একটি স্পষ্ট সময়সীমা রয়েছে এবং একটি অভ্যাস গঠন করতে বা ভাঙতে ২১ দিন সময় লাগে। অর্থাৎ মনস্তত্ত্ববিদদের মত অনুযায়ী বলা হয়, যে কোন কাজ অভ্যাসে পরিণত হতে নুন্যতম ২১ দিন সময় লাগে। ঠিক একই ভাবে, পড়ার অভ্যাস তৈরি করার ক্ষেত্রেও প্রচলিত ২১ দিনের তত্ত্বটি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

পড়া সমাজের একটি আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ, পড়ার অভ্যাস শব্দটি দুটি শব্দের সংমিশ্রণ, যথা 'পড়া এবং অভ্যাস'। পড়া হলো একজন ব্যক্তির একটি ক্রিয়া যে পড়ে এবং অভ্যাস হলো এই ক্রিয়া বা ধারাবাহিকভাবে কিছু চর্চা করে চলা বা শেখার ফসল। অনেক গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী দাবি

©WBCLA

করেন যে পড়া হলো একটি ভালো অভ্যাস কিন্তু বাস্তবে পড়া মানবিক দক্ষতার মূল উপাদান। পড়া হল শব্দভাণ্ডার এবং ভাষা দক্ষতা উন্নত করার জন্য একটি গঠনমূলক পদ্ধতির প্রস্তাব (টেলা ও আকান্দে, ২০০৭)।

বই পড়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রবুদ্ধকরণের দিকে অগ্রসর হতে পারে। আমার বিশ্বাস, যে সমাজের মানুষজন যত বেশি বই পিপাসু সেই সমাজ তত বেশি উন্নত। অন্যদিকে, যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যায় এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকাও কিন্তু সদর্থক হওয়া উচিত যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা তার অনুপ্রেরণায় পড়ার অভ্যাসের উপযোগিতা অনুভব করতে পারেন। মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই কথাটি অনেক বেশি প্রযোজ্য কারণ দেশের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতি যারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ তারা ডিগ্রী লাভের আশায় কলেজ-মুখো হয় এবং গ্রন্থাগারেও পদার্পণ করে। তাদের মানসিকতার বিকাশ, সুকুমার-বৃত্তিগুলো ফুটিয়ে তোলা, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করতে শেখা সবকিছুর জন্য প্রয়োজন গ্রন্থগত শিক্ষা এবং পড়ার অভ্যাস। পড়ার অভ্যাসই ছাত্র সমাজকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ দেখাবে এবং যন্ত্র নির্ভর দুনিয়া থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবটাকে বুঝতে শেখাবে। পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠলেই সমালোচনামূলক চিন্তা-চেতনা (Critical Thinking) জেগে উঠবে এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। তবে এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক হয়ে উঠতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগারিক গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও কিন্তু সমাজের যুব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পুঁথিপত্র গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রাখতে হবে; এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করাও যুক্তিসঙ্গত।

৬) পঠন অভ্যাস কমে যাওয়ার কারণ

আমাদের ধৈর্য্যশক্তি দিনে দিনে তলানিতে গিয়ে ঠেকছে। আমরা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের ডিজিটাল ডিভাইসের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে এই বোধশক্তি জন্মেছে যে, কোন কাজ যাতে এক ক্লিকেই হয়ে যায়। আমরা ভুলে যেতে বসেছি যে, মানুষ আর মেশিন এক নয়। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই সমস্যা আরও বেশি; তারা না ঠিক মত ক্লাস করতে চাইছে, না প্রথাগত বই পড়া ভিত্তিক পড়াশুনা। তাদের পড়ার অভ্যাস কমে গিয়ে শুধু পাশ করার জন্য সংক্ষিপ্ত, পয়েন্ট বেঁধে নোট-কেন্দ্রিক পড়াশুনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজার চলতি নোটের বাইরে বেরিয়ে ধৈর্য্য ধরে বই পড়তে চাইছে না। তাদের মনে হচ্ছে ক্লিক করলেই তো সব পেয়ে যাব, সেটাও আবার স্মার্টফোনে। কিন্তু তাদের এই প্রত্যয় জন্মাছে না যে অনলাইনের অসংখ্য তথ্যের মধ্যে তাদের কোনটা দরকার এবং তা নির্বাচন করতে কি করা উচিত। আমার মনে হয়, একাধিক বিকল্পের মধ্যে থেকে সিলেবাস ভিত্তিক সঠিক এবং উপযুক্ত অধ্যয়নের উপকরণ নির্বাচন করতে অবশ্যই একাধিক বই পড়া জরুরি। সব বইয়ের লেখা তথা আলোচনা একরকম হয় না। আলোচনার ধরণ ও বিশ্লেষণের ভঙ্গী এক একটি বইয়ে এক এক রকম হয়ে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকটির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা উচিত। একই বিষয়ের উপর একাধিক বই মনযোগ সহকারে পড়লে ছাত্র-ছাত্রীদের কিন্তু এক একটি টপিকের উপর বিস্তৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব হতে পারে। এতে ছাত্রছাত্রীদের

©WBCLA

চেতনা শক্তি উজ্জীবিত হতে বাধ্য। এটাই আজকালকার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারছে না বা চাইছে না। ২০২০ সালে আমরা যে অতিমারির প্রকোপে পড়েছিলাম সেটাও অনেকটা পড়ার অভ্যাস নষ্ট করার জন্য দায়ি। কারণ আমরা যারা প্রতিনিয়ত গ্রন্থাগারে গিয়ে মুদ্রিত নথী সামগ্রী পড়তে অভ্যস্ত ছিলাম তাদের পক্ষে সে সময় মন চাইলেও গ্রন্থাগারে গিয়ে সশরীরে উপস্থিত থেকে পড়াশুনার সুযোগ ছিল না।

৭) পঠন অভ্যাস তৈরি করার কিছু সাধারণ উপায়

পড়ার অভ্যাস তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমেই মোটা মোটা বই নিয়ে না বসে খবরের কাগজ বা কোন পছন্দের ম্যাগাজিন বা কোন নির্দিষ্ট ইতিবাচক বিষয় নিয়ে লেখা বই যেগুলোর প্রতি আমাদের আগ্রহ প্রবল সেগুলোই যদি পড়া শুরু করি তাতেও পড়ার অভ্যাস তৈরি হবে। পড়ার অভ্যাস তৈরি করার জন্য কয়েকটি সহজ উপায় হল -

(ক) অল্প অল্প করে পড়া শুরু করা যাতে প্রথমেই পঠন বিষয়টি বিরক্তির কারণ না হয়ে দাড়ায়;
(খ) পড়ার সময় মোবাইল ফোন দূরে রাখা যাতে রিংটোনের শব্দ পেলেই মোবাইলের পর্দায় মন না চলে যায়;
(গ) কিছুক্ষণ ধ্যানের (Meditation) অনুশীলন করা যাতে মনযোগ বৃদ্ধি করা যায়;
(ঘ) বন্ধুদের সাথে বা অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর (Peer Group) সাথে কিছু দলভিত্তিক আলোচনা (Group Discussion) করা যাতে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে মস্তিস্ক সক্রিয় হয়ে ওঠে;
(ঙ) একটি বিষয়ের উপর বহু লেখকের লেখা পড়ে নিয়ে সিলেবাস-ভিত্তিক অধ্যয়ন উপকরণগুলি (Study Materials) ছাত্রছাত্রীদের নিজে হাতে তৈরি করার সংকল্প গ্রহণ করা উচিত যাতে বাজার চলতি একই নোট সব ছাত্রছাত্রীই পরীক্ষার খাতায় লিখে না আসে;
(চ) গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকের থেকে নিয়মিত সহায়তা নেওয়া উচিত যাতে নতুন নতুন সংগ্রহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা যায়;

৮) পঠনের কিছু সুবিধা

সঠিক পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠলে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যেতে পারে তা হল -

(ক) বিদ্যা-বুদ্ধির বিকাশ : নিয়মিত পঠন চালিয়ে যেতে থাকলে বোধগম্যতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা (Critical Thinking) এবং লেখার দক্ষতা (Writing Skill) বৃদ্ধি পায় যার ফলে সহজেই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়।

(খ) জ্ঞানের বিকাশ : পড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং তথ্যের সংস্পর্শে আসা সম্ভব হয়, বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান এবং বোধগম্যতাকে আরও বিস্তৃত করে।

(গ) জীবনব্যাপী শেখা : পড়ার অভ্যাস গড়ে তুললে কোন নির্দিষ্ট ডিগ্রী বা শংসাপত্র (Certificate) অর্জনের পরও ক্রমাগত শেখা এবং বৌদ্ধিক কৌতূহলকে উৎসাহিত করতে পারে।

©WBCLA

(ঘ) যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি : নিয়মিত পড়া যেমন শব্দভান্ডার উন্নত করে, ঠিক তেমন ভাবে যোগাযোগ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। যে কোন বিষয়ে যুক্তি দিয়ে কথা বলার দক্ষতা আসে যা তাদের প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষায় সাক্ষাৎকার (Interview) পর্বে অনেকটাই অন্য প্রতিযোগীদের থেকে এগিয়ে রাখে।

৯) গ্রন্থাগারের সংগ্রহ এবং পরিষেবা

গ্রন্থাগার একটি পরিষেবা-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। যেকোনো গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন তথ্য প্রদানকারী উপাদান যেমন বই (Book), সাময়িক পত্রিকা (Journal), সাময়িকী (Periodical), সংবাদবাহী পত্র (Newsletter), তথ্য ভাণ্ডার (Database), প্রতিবেদন (Report), বিবিধ তথ্য সম্বলিত পঞ্জী Directory), অভিধান (Dictionary), বিশ্বকোষ (Encyclopedia), বর্ষপুস্তক (Yearbook), গবেষণাপত্র (Research Paper), গবেষণামূলক প্রবন্ধ (Thesis), প্রকরণ গ্রন্থ (Monograph), স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত নথি (Patent) ইত্যাদি সঠিক উপায়ে সংগ্রহ করা আর সেগুলো সঠিক ভাবে সাজিয়ে রেখে কোনরকম বৈষম্য ছাড়াই সহজ ব্যবহার উপযোগী করে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সামনে প্রস্তুত করা তা সে মুদ্রিত আকারেই হোক বা কোনও ডিজিটাল ফর্ম্যাটে। আমরা যদি একটু সঠিক ভাবে লক্ষ্য করি তবে দেখা যাবে যে তথ্য বিভিন্ন উপায়ে তৈরি করা হয়, বিভিন্ন আকারে রেকর্ড করা হয় এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে ব্যবহারের জন্য সহজলভ্য করে তোলা হয়। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত তাদের গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষক-মণ্ডলীর মধ্যে থেকে কয়েকজনকে নিয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত গ্রন্থাগারের সংগ্রহ এবং গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যবস্থার পূর্ণ তদারকি করা যাতে গ্রন্থাগারের পরিষেবা উন্নত করা যায়। হয়তো এইভাবেই আমরা সঠিক অর্থে একটি শিক্ষিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পৌছতে পারব। গ্রন্থাগারের সঞ্চিত তথ্য বা জ্ঞান কেবলমাত্র পড়ার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে বা অর্জন করা যেতে পারে যা ব্যক্তি এবং জাতির উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

১০) পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা

এই ডিজিটাল যুগে, কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে বৈদ্যুতিন তথ্য উৎস (Electronic Information Resources) এবং নতুন বৈদ্যুতিন মাধ্যম নির্ভর গ্রন্থাগার (Digital Library) গুলির সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে প্রথাগত অর্থে একজন গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন নেই এবং এই পদ্ধতিতে আধুনিক গ্রন্থাগারগুলিতে সংগঠিত তথ্যের প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে সহজলভ্য করানো যেতে পারে। কিন্তু এটা সঠিক নয়, তথ্যের বৃদ্ধির কারণে, দক্ষতার সাথে তথ্য খুঁজে বের করা, নির্বাচন করা, যাচাই করা এবং সহজলভ্য করার প্রয়োজনে এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর চাহিদা বোঝার জন্য গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। গ্রন্থাগারিকই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অনিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীকে নিয়মিত ব্যবহারকারীতে রূপান্তরিত করতে পারেন। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা তাদের তথ্যের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন আবার নাও পারেন; কিন্তু একজন গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা হল ব্যবহারকারীদের সঠিক তথ্য দিয়ে তাদের সহায়তা করা যাতে তারা গ্রন্থাগারে নিয়মিত আসার আগ্রহ অনুভব করে।

©WBCLA

অতএব, এই তথ্য নির্ভর সমাজের (Information Society) যুগেও গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। পড়ার অভ্যাস তৈরি করার ক্ষেত্রে কলেজ গ্রন্থাগারের কয়েকটি গ্রহণীয় পদক্ষেপ:

(ক) বৃহৎ এবং বিবিধ সংগ্রহ রাখা: যখন কোন গ্রন্থাগারে উপযুক্ত হারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক ধরনের বই আর অন্যান্য সহযোগী উপাদান মজুত থাকে সেই রকম গ্রন্থাগারে সহজেই পাঠকের মধ্যে মুলত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিলেবাস-ভিত্তিক বিষয় জানার পাশাপাশি সিলেবাসের বাইরের বিষয় জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

(খ) আরামদায়ক পড়ার পরিবেশ প্রদান করা : সঠিক আলো বাতাস যুক্ত এবং আরামদায়ক বসার ব্যবস্থা সহ নিরিবিলি পড়ার জায়গা শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারে সময় কাটাতে এবং পড়ার অভ্যাস তৈরী করতে সাহায্য করে। একটি ভালো পরিবেশ একটি প্রাণবন্ত পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সকলের উপর প্রভাব ফেলে। সুতরাং, গ্রন্থাগারের মধ্যে একটি নীরব এবং সুবিধাজনক পড়ার পরিবেশ তৈরি করা গ্রন্থাগারের কর্মীদের একটি প্রধান কর্তব্য। এটি পাঠকদের গ্রন্থাগারে পড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে সাহায্য করতে পারে। গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ, পর্যাপ্ত সংগ্রহ, পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার উপযোগী আসবাবপত্র এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীবৃন্দ ইত্যাদির সমাহারেই একটি আদর্শ গ্রন্থাগার পরিচালিত হতে পারে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই আদর্শে পৌছতে পারলেই ছাত্র সমাজের মধ্যে পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে সক্ষম হবে।

(গ) উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার পরিষেবা : আনন্দদায়ক পাঠের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত এবং সরাসরি প্রবেশাধিকার প্রদান ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়ার প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে। উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার পরিষেবা শিক্ষার্থীদের মধ্যে একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন লেখকের বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং তার সাথে সাথে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন উপকরণগুলি ব্যবহার করার সম্ভাবনাও বাড়ায়।

(ঘ) পাঠ্যক্রম গুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা : পঠন সংস্কৃতি তৈরির জন্য বিভিন্ন বিষয়ের কোর্স পাঠ্যক্রমগুলিতে পৃথকভাবে গ্রন্থাগারের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যাতে পাঠকরা তাদের আগ্রহ অনুসারে গ্রন্থাগারে আসার এবং পড়ার অভ্যাস তৈরির জন্য আলাদা সময় দিতে পারেন।

(ঙ) গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের সহায়তা : গ্রন্থাগার কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব হল এমনভাবে পঠন উপকরণ সাজানো যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা এই পঠন উপকরণগুলি পড়তে আকৃষ্ট হন। এর পাশাপাশি, গ্রন্থাগার কর্মীদের সময় নষ্ট না করে ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক পাঠ উপকরণ খুঁজে বের করতে এবং সরবরাহ করতে সহায়তা করা উচিত। গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীরা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন সুপারিশ করতে পারেন, গবেষণায় সহায়তা করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের সর্বাধিক উপযুক্ত উপকরণগুলি খুঁজতে পরামর্শ দিতে পারেন। সঠিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য নিয়মিত গ্রন্থাগার অভিমুখীকরণ কর্মসূচীর (Library Orientation Programme) মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে এবং পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

©WBCLA

(চ) ডিজিটাল অ্যাক্সেস প্রদান করা: গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ডাটাবেস এবং ই-বুকগুলি এমনভাবে সহজলভ্য করার ব্যবস্থা করবে যাতে শিক্ষার্থীরা যেকোনও সময় এবং যেকোনও জায়গায় পড়তে পারে।

(ছ) গ্রন্থাগার পরিষেবার বিপণন এবং পঠন কার্যক্রমের প্রচার: প্রচার হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ তাদের পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে অন্যদের অবহিত করে এবং এটি ব্যবহার করতে তাদের উৎসাহিত করে। গ্রন্থাগারগুলিতে, প্রচার কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আকর্ষণীয় ব্রোশিওর, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, গল্প বলার প্রতিযোগিতা, গ্রন্থ আলোচনা প্রতিযোগিতা, গ্রন্থ পর্যালোচনা বা সারসংক্ষেপ প্রতিযোগিতা, সৃজনশীল বুকমার্ক ডিজাইন, প্রবন্ধ লেখা এবং অঙ্কন যা সবই শিক্ষার্থীদের পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠান কর্মসূচী পালন করা, সেইসাথে নোটিশ বোর্ড ছাড়াও যেখানে শিক্ষার্থীরা ভিড় করে যেমন — ক্যান্টিন, জিমখানা, কমনরুম, ক্যাম্পাস ইত্যাদি স্থানে যথাযথ সচেতনতা এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শন গ্রন্থাগারের উদ্ভাবনী কার্যকলাপ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বাড়াতে এবং তাদের পঠন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে পারে।

(জ) লাইব্রেরি ওয়েবসাইট : সম্পূর্ণ তথ্য ভিত্তিক এবং ফিডব্যাক ব্যবস্থা সহ সামগ্রিক গ্রন্থাগার ওয়েবসাইট তৈরি করা যাতে ব্যবহারকারীরা যেখানেই থাকুন না কেন তাদের কাছে পৌঁছাতে এবং তাদের সময় বাঁচাতে আরও ভাল ভাবে পরিষেবা প্রদান করা যায়। গ্রন্থাগারগুলির ওয়েবসাইটে গ্রন্থাগারের পরিষেবা বৃহৎ আকারে গ্রন্থাগারের বাইরেও পোঁছে যায়।

(ঝ) বইমেলা ও প্রদর্শনী : বই, জার্নাল, সাময়িকী, ম্যাগাজিন এবং নতুন প্রকাশনাগুলি নিয়ে বইমেলা তথা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষার্থীদের সাধারণ আগ্রহ কেবল তাদের নতুন সংগ্রহ সম্পর্কে সচেতন করবে শুধু তাই নয় তার সাথে সাথে পঠন অভ্যাসগুলিতে তাদের কৌতূহলকেও বাড়িয়ে তুলবে। বার্ষিক নিয়মিত বইয়ের প্রদর্শনী ও বইমেলার আয়োজন করা যেখানে প্রকাশক এবং বণিকরা বর্তমান এবং নতুন প্রকাশিত বিষয় বই বিক্রি করতে পারে, তাদের আগ্রহের ক্ষেত্র সম্পর্কে তাদের আপডেট রাখবে। বিশেষ বিশেষ দিনে সেই সম্পর্কিতবইয়ের প্রদর্শনী করা যেমন — লেখকদের জন্মদিন এ তাদের বই এর প্রদর্শনী করা; ফলস্বরূপ, ব্যবহারকারীদের বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, সাথে সাথে পড়ার অভ্যাস ও তৈরি হবে।

(ঞ) সেরা লাইব্রেরি ব্যবহারকারী পুরষ্কার : গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের অবশ্যই গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের উপর মনোনিবেশ করতে হবে। গ্রন্থাগারকে সঠিক নিয়ম মেনে নিয়মিত ভাবে সর্বাধিক ব্যবহারকে সমর্থন করার জন্য সেরা অনুশীলন স্বীকৃতি স্বরূপ 'সেরা লাইব্রেরি ব্যবহারকারী পুরষ্কার' প্রদান করা উচিত কমপক্ষে বছরে একবার। এই প্রথা চালু করলে গ্রন্থাগারে পাঠকদের পঠন-ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপগুলিতে অংশ নিতে এবং সেরা পাঠক পেতে, পাশাপাশি একটি পঠন সংস্কৃতি তৈরি করার প্রয়োজন অনুসারে পাঠকদের গ্রন্থাগারে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে উতাহিত করতে পারে। গ্রন্থাগার কর্মীরা গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস প্রচারের জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে থাকেন তার মধ্যে এটি একটি অন্যতম বলে বিবেচিত হতে পারে। বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়গুলি ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারগুলিতে এই প্রথা শুরু করেছে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, কলেজগুলি নবীনবরণের দিন বা বিশেষ কোন পর্বে শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের জন্য 'সেরা লাইব্রেরি ব্যবহারকারী পুরষ্কার' দেওয়া শুরু করেছে।

©WBCLA

(ট) গবেষণা সহায়তা : কলেজের গ্রন্থাগার সঠিক তথ্য প্রদান করে বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যা তাদের ভবিষ্যতে গবেষণার দিকে উৎসাহিত করবে। গ্রন্থাগারটি কর্মশালা এবং পরামর্শের মাধ্যমে গবেষণা দক্ষতা বিকাশকে সহজতর করতে পারে, শিক্ষার্থীদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের সাথে জড়িত হতে উৎসাহিত করতে পারে।

(ঠ) নিজের এবং অন্য সম্প্রদায় সম্পর্কে ধারণার বিকাশ: পড়ার প্রতি ভালোবাসা এবং বইকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান এবং আলোচনার আয়োজন করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন নিজের সম্প্রদায়ের সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং ভালোলাগা অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে তেমনি অন্য সম্প্রদায় সম্পর্কেও পরিচিত হতে সাহায্য করে। তার সাথে যদি কলেজ গ্রন্থাগারে স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কিত সংগ্রহ থাকে যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি করতে এবং সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে।

১২) উপসংহার

বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে সমাজের সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী পড়ার অভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বইপত্র পিডিএফ (Portable Document Format) এর আকারে চলে এসেছে এবং সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ইত্যাদি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতের আঙুল দিয়ে উপর-নীচ (Scroll) করে দেখতে হচ্ছে। জনসাধারণ বিশেষত তরুণ সম্প্রদায় এতেই সন্তুষ্ট। তরুণ প্রজন্মকে মিডিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত 'মোবাইল ডায়েট' এর বর্তমান ধারণাটির আশ্রয় নেওয়া অবশ্যই জরুরী। মোবাইলের পর্দা কতক্ষণ ব্যবহার করবো, মোবাইলে কোন কোন বিষয় দেখবো, কতক্ষণ অনলাইন থেকে কোনকিছুর অভ্যাস করব তার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকা উচিত। এ বিষয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ আনতে না পারলে গ্রন্থাগারে বসে বই পড়ার অভ্যাস ইতিহাসের পর্যায়ে চলে যাবে এবং আধুনিক যন্ত্র আমাদের সভ্য সংস্কৃতির কবর খুড়তে শুরু করবে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত বই পড়ার সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করা এবং সচেতনতামূলক প্রচার চালানো। গ্রন্থাগার ও গ্রথাগারিক এমনভাবে তার ভূমিকা পালন করবেন যাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই পড়া চাপের পরিবর্তে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। আমার বিশ্বাস, নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারের মাধ্যমে পড়ায় আগ্রহী হয়ে উঠতে পারলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে নিজেদের সপে দেওয়ার কোন প্রয়োজনই পড়বে না।

তথ্যসুত্র

Jawale, J. N. (2020). The Role of Libraries in Promoting Reading Culture. *Knowledge Librarian*, *7*(5).
Available at https://doi.org/http:// www.klibjlis.com

Joris Beerda, F. (2023, June 9). The myth of 21 days: The truth about habit creation. *LinkedIn*. Retrieved from : https://www.linkedin.com/pulse/myth-21-days-truth-habit-creation-joris-beerda-frsa

Lokeshappa H. (2024). Promoting reading habits among the users by the libraries: An overview. *IP Indian Journal of Library Science and Information Technology*, *9*(1), 56-59.
Available at https://doi.org/10.18231/j.ijlsit.2024.009

©WBCLA

Ogonu, John Gibson and Owate, Comfort N. (2023). Library as a Promoter Of Reading Habits Among Students In Nigeria. *Library Philosophy and Practice* (e-journal). 7721. Retrieved from : https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/7721

Sage University - Bhopal. (2024, June 18). *The 21-day rule: Building Discipline and modifying behaviour*. Best University in Bhopal, Top University in MP. Retrieved from : https://sageuniversity.edu.in/blogs/21-day-rule-bilding-discipline-and-modifying-behaviour

Sharma, A. K., & Singh, S. P. (2005). Reading Habits of Faculty Members in Natural Sciences : A Case Study of University of Delhi. *Annals of Library and Information Studies*, *52*(4), 119-223. Retrieved from : https://nopr.niscpr.res.in/bitstream/123456789/4006/4/ALIS%2052(4)%20119-123.pdf

Sybil, J (1984). Reading for Academic Purpose, London, Edward Arnold. Wawire F (2007). *Cultivation and promotion of a reading culture in urban areas: a case study of schools in Eldoret Municipality*, (unpublished) Thesis (M Phil), Moi University Eldoret.

Tella, A and Akande, S. (2007) Children reading habits and availability of books in Botswana primary schools: Implications for achieving quality education. *Reading Matrix:* International Online Journal, *7*(2),117-42.

©WBCLA